ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-IV, March, 2025, Page No. 998-1003
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.096

কাল বিষয়ে জৈনমত ও কান্টের মত: একটি তুলনামূলক আলোচনা

মনিরুল খাঁন, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2025; Accepted: 26.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Jaina metaphysics the notion of substance occupies a prominent position. Substance in Jainism has been divided into two categories- *astikāya* and *anastikāya*. According to them, time is the only *anastikāya* substance because it does not occupy any space. The existence of time can be inferred from the different qualities of substance like continuity, action, remoteness, farness, oldness, newness etc. Jaina philosophers think that though we divide time into different units for the convenience of our daily life, but it is considered one, indivisible and permanent from transcendental view. Kant, a German philosopher, considers time as *a priori* forms of sensibility. For him, time is not an empirical idea and we cannot think or imagine anything independent of time. By the exposition of metaphysical and transcendental, he wants to prove time as *a priori* intuition. In this paper, I shall focus to make a comparative study between Kantian and Jaina approach on time.

Keywords: Jaina, Substance, Continuity, Change, Kant, Time, form of sensibility, *a priori* intuition.

দ্রব্যের ধারণা দর্শনের আধিবিদ্যক আলোচনায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধিবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকরা দ্রব্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন। একইভাবে ভারতীয় দর্শনেও দ্রব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জৈন দর্শনও তার ব্যতিক্রম নয়। জৈনমতে, যা গুণ ও পর্যায়ের আশ্রয়, তাই দ্রব্য- "গুণপর্যায়বৎ দ্রব্যম্।"[১] দ্রব্যেই গুণ আশ্রিত থাকে, গুণে গুণ আশ্রিত থাকতে পারে না। তাই জৈনরা বলেন, "দ্রব্যাশ্রয়া নির্গুণা গুণাঃ।"[২] যেমন, জ্ঞানরূপ গুণ জীবে আশ্রিত, রূপরসাদিগুণ পুদগলে আশ্রিত, গতিরূপ গুণ ধর্মে আশ্রিত, স্থিতিরূপ গুণ অধর্মে আশ্রিত, অবগাহরূপ গুণ আকাশে আশ্রিত। অনুরূপভাবে, বর্তনাহেতুত্বরূপ গুণটি কালে আশ্রিত থাকে। সুতরাং কালও যে একটি দ্রব্য তা স্বীকার করতে বাঁধা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জৈন দর্শনে দ্রব্যকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে - অস্তিকায় দ্রব্য (extended substance) ও অনস্তিকায় দ্রব্য (non-extended substance)। 'অস্তি' শব্দের অর্থ বিদ্যমান থাকা, 'কায়' শব্দের অর্থ দেহ বা শরীর। এখানে 'কায়' শব্দটিকে 'বিস্তৃতিবোধক' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যে সকল দ্রব্য কায় বা দেহের মতো স্থান জুড়ে থাকে, তাদের অস্তিকায় দ্রব্য বলে। জৈনমতে, জীব (মুক্ত, বদ্ধ) এবং অজীব (ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, পুদগল) হল অস্তিকায় দ্রব্য। অস্তিকায় এর ঠিক বিপরীত হল অনস্তিকায়। যে সকল দ্রব্য কোন স্থান জুড়ে অবস্থান করে না তা হল অনস্তিকায় দ্রব্য। তাঁদের মতে, কালই হল একমাত্র অনস্তিকায় দ্রব্য কেননা কালের কোন দৈশিক অবস্থান নেই, কাল দেশের দ্বারা সীমিত নয়।

আকাশ বা দেশ যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যে জানা যায়; অনুরূপভাবে কালের জ্ঞানও প্রত্যক্ষলব্ধ নয়, অনুমানের দ্বারা লব্ধ। উমাস্বাতি তাঁর *তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে* ব্যক্ত করেছেন, "বর্তনা-পরিণাম্-ক্রিয়াঃ

পরত্বাপরত্বে চ কালস্য।"[৩] অর্থাৎ দ্রব্যের বর্তনা বা অবিচ্ছিন্নতা, পরিবর্তন, গতি, নতুন গুণের সংযোজন, পুরানো গুণের পরিবর্তন সম্ভবপর হয় কালের দ্বারা। কোনো একটি বস্তু ভবিষ্যৎ কালের অবস্থাযুক্ত নাকি বর্তমান কালের অবস্থাযুক্ত তা বর্ণনা করা সম্ভব হয় যার সহায়তায় তাই হল বর্তনা। 'বর্তন' এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও অবস্থায় দ্রব্য বিদ্যমান থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তৈল রূপে তিল; দই রূপে দুধ; কাণ্ড, পত্র, ফল রূপে বীজাঙ্কুর; জীর্ণ বস্তু রূপে নবীন বস্তু বিদ্যমান থাকে। এইরূপে দ্রব্যের পরিবর্তনই হল বর্তনা। আর এই বর্তনার কারণ হল কাল। বর্ণনাহেতুত্ব হল এমন একটি গুণ যার দ্বারা কাল অনুমিত হয়।

পারমার্থিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জৈনগণ কালকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন। কাল বিস্তৃতিহীন হওয়ায় অনস্তিকায় দ্রব্য। আমরা জানি যে দ্রব্যের বিস্তৃতি নেই, তার বিভাগও সম্ভব নয়। তাই কাল অবিভাজ্য। যার আদি ও অন্ত নেই, তা অনন্ত। কালের যেহেতু আদি ও অন্ত নেই, সেহেতু কাল নিত্য। কাজেই পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাল এক, অসীম, অবিভাজ্য বা অখন্ড ও নিত্য। আবার ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাল সসীম, খন্ডিত ও অনিত্য। অবিচ্ছিন্নতা হল পারমার্থিক কালের লক্ষণ। অন্যদিকে, পরত্ব, অপরত্ব, প্রাচীনত্ব, নবীনত্ব ইত্যাদি হল ব্যবহারিক কালের লক্ষণ। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজনহেতু আমরা কালকে ক্ষণ, দণ্ড, প্রহর, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী প্রভৃতিতে বিভক্ত করে থাকি। আর এই রূপ বিভক্ত করার কারণেই কাল সীমিত, খন্ডিত ও অনিত্য হয়ে পড়ে। আসলে একই কাল জগতের সর্বত্র বিরাজ করছে। কাল সম্পর্কিত এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যেও জৈনদের অনেকান্তবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাল হল সেই আবশ্যিক শর্ত যা না থাকলে অস্তিকায় দ্রব্যের স্থায়িত্ব, পরিবর্তন ইত্যাদি উপলব্ধ হত না। কাল না থাকলে কোনো বস্তুর দীর্ঘকাল ধরে অস্তিত্বশীল হওয়াও সম্ভব হত না।

দেশ ও কাল বিষয়ে কান্টের পূর্ববর্তী দুজন বৈজ্ঞানিক তথা দার্শনিক নিউটন ও লাইবনিজের মতবাদ প্রচলিত ছিল। নিউটন এই ধারণা পোষণ করতেন যে, দেশ ও কাল হল স্ব-স্থিত সত্তা (thing in itself) বা স্বাধীন বাস্তব বস্তু (independent real object)। লাইবনিজ দেশ ও কালকে স্ব-স্থিত সত্তা বা স্বাধীন বাস্তব বস্তুর সম্বন্ধরূপে স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালে দেশ ও কাল সম্পর্কিত নিউটন ও লাইবনিজ উভয়ের মতবাদ কান্ট তাঁর বিশ্ববিখ্যাত *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে যুক্তিসহকারে নস্যাৎ করেন। কান্টের বক্তব্য হল নিউটনের মতবাদ মেনে নিলে আমাদের এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, সকল বস্তুকে যদি বাস্তব বস্তু হতে হয় তাহলে সকল বস্তুকে কালে অবস্থান করতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি সমস্যা তৈরি হবে। সমস্যাটি হল কালকেও বাস্তব বস্তু হতে গেলে কালে অবস্থান করতে হবে। কিন্তু কাল কোনভাবেই কালে অবস্থান করতে পারে না। এমতাবস্থায়, কালকে অবস্তু (non-entity) বলে আমাদের মেনে নিতে হবে। একই সমস্যা দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাজেই দেশ ও কাল সম্পর্কে নিউটনের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। আবার লাইবনিজের মতবাদ স্বীকার করলে আমাদের মেনে নিতে হবে যে, দেশ ও কাল হল অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা। ফলস্বরূপ কাল সম্পর্কিত মূল নীতিগুলির পূর্বতঃসিদ্ধতা প্রমাণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। পূর্বোক্ত সমস্যাগুলির জন্য উভয়ের মতবাদ পরিত্যাগপূর্বক কান্ট দেশ ও কাল বিষয়ক এক স্বকীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন। তাঁর মতে, দেশ ও কাল বাস্তব বস্তুও নয়, আবার বাস্তব বস্তুর সম্বন্ধও নয়; দেশ ও কাল হল ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকার (forms of sensibility) যা মানব মনে অবস্থান করে।

জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে দেশ ও কালের ভূমিকা কি তা কান্ট বর্ণিত জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলেই সহজবোধ্য হবে। কান্টের মতে, জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে মানব মনের ইন্দ্রিয় বৃত্তি (sensibility) ও বুদ্ধিবৃত্তি (understanding) নামক দুটি বৃত্তি যৌথ ভূমিকা পালন করে। স্ব-স্থিত সত্তা মনকে প্রভাবিত করলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি (যা মানব মনের নিষ্ক্রিয় গ্রহণ ক্ষমতা) উদ্বুদ্ধ হয় এবং সংবেদন উৎপন্ন হয়। এই সংবেদনকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি তার নিজস্ব আকার তথা দেশ ও কালের আকারে আকারিত করে গ্রহণ করে। এই দেশ-কালের আকারে আকারিত সংবেদনের তাৎক্ষণিক প্রতীতি হল স্বজ্ঞা (intuition)। মনে রাখতে হবে যে সংবেদনের সাথে দেশ কালের তাৎক্ষণিক প্রতীতি হলেও দেশ কালের সংবেদন হয় না।

কান্টের বিবেচনায় জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান হল বিশুদ্ধ এবং অবিশুদ্ধ স্বজ্ঞা, যাদের একত্রে অবভাস (appearance) বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রদত্ত দেশ ও কালের আকারে আকারিত সংবেদনই হল অবভাস। অবভাসের উপাদান হল সংবেদন এবং আকার হল দেশ ও কাল। ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা অবভাসিত বস্তু গৃহীত হলেও জ্ঞানের বিষয় গঠিত হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি নামক মানব মনের অপর এক বৃত্তি নিজের অন্তঃস্থল থেকে ধারণা (category) প্রয়োগ করে। অতঃপর ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্রিয়াজন্য উৎপন্ন স্বজ্ঞাগুলি ওই ধারণাসমূহের দ্বারা সংশ্লেষিত হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইভাবে স্বজ্ঞা ও ধারণা উভয়ের সমন্বয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে কান্ট বলেছেন,

> "Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind."[৪]

এতদবধি যা বোঝা গেল তাতে স্পষ্ট যে, স্বস্থিত সত্তার সংবেদন হলেও ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রদত্ত দেশ-কালের আকারে আকারিত না হলে সংবেদনের তাৎক্ষণিক প্রতীতি সম্ভব নয়। ফলস্বরূপ স্বজ্ঞা উৎপন্ন হবে না। আর স্বজ্ঞা উৎপন্ন না হলে অবভাস সম্ভব নয়। অবভাস এর অনুপস্থিতিতে জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপগুলিও কোন মতেই সম্ভব নয়। কাজেই দেশ ও কাল হল অবভাসের প্রাকশর্ত বা আবশ্যিক শর্ত। অবভাসিত সত্তা মাত্রই যে দেশ ও কাল উভয় আকারে আকারিত হয়ে মানব মনের নিকট হাজির হয় এমন নয়। কোনো কোনো অবভাসিত সত্তা কেবলমাত্র কালের আকারে আকারিত হয়ে মানব মনের নিকট হাজির হয়, আবার কোনো কোনো অবভাসিত সত্তা দেশ ও কাল উভয় আকারে আকারিত হয়ে মানব মনের নিকট হাজির হয়। যে সকল অবভাসিত বস্তু দেশ ও কাল উভয় আকারে আকারিত হয়ে মানব মনের নিকট হাজির হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধ ধারণাসমূহ দ্বারা নির্ধারিত হয় সেগুলি বহির্জগৎ (outer world) গঠন করে। আর যে সকল অবভাসিত বস্তু কেবলমাত্র কালের আকারে আকারিত হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধ ধারণাসমূহ দ্বারা নির্ধারিত হয় সেগুলি অন্তর্জগত (inner world) গঠন করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে অন্তর্জগত গঠনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকাররূপে কাল এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কান্ট তাঁর *Critique of Pure Reason* গ্রন্থের 'Transcendental Aesthetic' অধ্যায়ে বিষয়রূপে কাল সম্পর্কে আধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় চারটি যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপাদন করেছেন কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ স্বজ্ঞা। কোনো প্রত্যয়ের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা বলতে বোঝানো হয় ঐ প্রত্যয়টি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ প্রত্যয়টি যে পূর্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রদত্ত তা প্রমাণ করা। প্যাটন এর ভাষায়,

> "A metaphysical exposition of an idea analyses the idea by itself and by analysis shows it to be given *a priori*."[৫]

চারটি যুক্তির মধ্যে প্রথম দুটি যুক্তির পতিপাদ্য বিষয় হল কাল পূর্বতঃসিদ্ধ, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। শেষ দুটি যুক্তির পতিপাদ্য বিষয় হল কাল স্বজ্ঞা, ধারণা নয়।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাল প্রত্যয়ের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যার তৃতীয় যুক্তিটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অন্তর্গত হওয়ায় সংখ্যার ক্রমহেতু পঞ্চম যুক্তির কথা এসে যায়। কান্টের প্রথম যুক্তি অনুযায়ী, আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে পূর্বতঃসিদ্ধ আকাররূপে কাল থাকে বলেই যে কোনো বাহ্য কিংবা আন্তর বস্তুর অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন বস্তুর অভিজ্ঞতা হওয়ার অর্থ কালে অবস্থিতরূপে ঐ বস্তুর অভিজ্ঞতা হওয়া। কাজেই সকল বস্তুর অভিজ্ঞতার পূর্বশর্ত হল কাল এবং সেই কারণেই কাল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ হতে পারে না, তা পূর্বতঃসিদ্ধ । এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন,

> "Time is not an empirical concept that has been derived from any experience."[৬]

দ্বিতীয় যুক্তিতে 'কাল' সম্পর্কিত প্রত্যয়টির আবশ্যিকতার স্বপক্ষে কান্টের যুক্তি হল - আমরা বাহ্য বা আন্তর বস্তুবিহীন বিশুদ্ধকাল বা শূন্যগর্ভ কালের (empty time) চিন্তা বা কল্পনা করতে পারলেও এমন কোন বস্তুর কল্পনা করতে পারি না যা কালে অবস্থিত নয়। যে কোন বস্তুর অবভাস মাত্রই তা কালের আকারে আকারিত অবভাস। সুতরাং, কাল হল সকল বস্তুর অবভাসের আবশ্যিক শর্ত। তাই তিনি বলেছেন,

> "Time is a necessary representation that underlines all intuitions."[৭]

আর যা আবশ্যিক, তাই পূর্বতঃসিদ্ধ। চতুর্থ যুক্তিতে কান্টের মূল বক্তব্য হল বিষয়রূপে কাল সাধারণ ধারণা (general concept) নয়। অনেকে মনে করেন, আমাদের যখন বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞতা হয়, তখন সেই বিষয়গুলি বিভিন্ন কালিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েই অভিজ্ঞতার বিষয় হয়। যেমন আমরা আমাদের ব্যবহারিক সুবিধার্থে কালকে ক্ষণ, মিনিট, ঘন্ট, দিন, প্রহর, সপ্তাহ, মাস, বছর, শতাব্দী ইত্যাদিতে বিভাজন করে থাকি। এইরূপ খন্ড খন্ড কাল তথা বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামান্যীকরণের মাধ্যমে কালের ধারণা গঠন করি। কান্ট এই প্রকারে কালের ধারনা গঠনের সম্ভাবনা অস্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁর মতে, বিষয়রূপে কাল সম্পর্কে সামান্য ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়। যে সকল কালিক সম্পর্কগুলি আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত হয়, সেগুলি খন্ড খন্ড কাল সম্পর্কিত। আর খন্ড খন্ড কাল হল এক ও অখণ্ড কালের অংশ; দৃষ্টান্ত নয়। সামান্য বা সাধারণ ধারণা হল অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে অনুগত সাধারণ ধারণা। কিন্তু খন্ড খন্ড কালগুলি এক ও অখন্ড কালের দৃষ্টান্ত না হওয়ায় বিষয়রূপে কাল সাধারণ ধারণা নয়, তা স্বজ্ঞা। পঞ্চম যুক্তিতে কান্টের মূল বক্তব্য হল কাল অসীম হওয়ার কারণে কাল সামান্য ধারণা নয়, তা স্বজ্ঞা। যদি কাল সামান্য ধারণা হত তাহলে কালের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থাকত। সেই সকল কালিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কালের ধারণা গঠিত হত। ফলস্বরূপ কালকে 'অসীম' পরিমাণ বিশিষ্ট বলা যেত না। একটি সামান্য ধারণার অধীনে অসংখ্য বিশেষ বিশেষ বস্তু দৃষ্টান্ত রূপে থাকে। বিশেষ বিশেষ বস্তুর পরিমাণ বিশিষ্ট হলেও সামান্য ধারণার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু বিষয়রূপে কাল অখন্ড হওয়ায় কালের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, সেগুলি কালের অংশ। আর তাছাড়া 'কাল হল অসীম' এইভাবে কালের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কাজেই বিষয়রূপে কালকে সামান্য ধারণা বলা যায় না।

কাল সংক্রান্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে কান্ট পরোক্ষভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ স্বজ্ঞা। কোনো ধারণার জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করার অর্থ হল নীতিরূপে ওই ধারণার এমন ব্যাখ্যা যার উপর নির্ভর করে অন্যান্য সংশ্লেষক পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সম্ভাবনা বোঝা যায়। কান্টের ভাষায়,

> "Iunderstandby transcendental exposition the explanation of a concept, as a principle from which the possibility of other *a priori* synthetic knowledge can be understood."[৮]

কাল বিষয়ক জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় কান্ট কাল সম্পর্কিত কতকগুলি সর্বজনগ্রাহ্য ও স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির উল্লেখ করেছেন। যেমন-কাল কেবলমাত্র একটি মাত্রাবিশিষ্ট। এই প্রকার মূলনীতিগুলি কঠোরভাবে সার্বিক ও আবশ্যিক হওয়ায় পূর্বতঃসিদ্ধ। আর মূলনীতিগুলি যেহেতু পূর্বতঃসিদ্ধ সেহেতু মূলনীতির বিষয়রূপে কাল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ হতে পারে না। কাজেই কান্টের মত অনুযায়ী, আমাদের স্বীকার করতে হয় কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ। আবার এই মূলনীতিটি সংশ্লেষক বচন। কেননা এই নীতিটির উদ্দেশ্য ধারণার মধ্যে বিধেয় ধারণা নিহিত নেই এবং বিধেয় ধারণাটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য জ্ঞাপন করে। বিষয়রূপে কাল সামান্য বা সাধারণ ধারণা হলে কাল সম্পর্কে সংশ্লেষক বচন গঠন করা যেত না। কিন্তু কাল সম্পর্কিত মূলনীতিগুলি সংশ্লেষক হওয়ায় বিষয়রূপে কাল সামান্য বা সাধারণ ধারণা নয়, তা স্বজ্ঞা একথা আমাদের মেনে নিতে হয়। কাল সম্পর্কিত মূল নীতিগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক হওয়ায় তা কাল সংক্রান্ত অন্যান্য মূলনীতি যেমন গতি ও পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতিগুলির সম্ভাব্যতা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। সুতরাং, কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ স্বজ্ঞা।

এখন কাল বিষয়ে জৈনমত ও কান্টের মতের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করতে হলে কাল সম্পর্কিত উভয় দর্শনের চিন্তাভাবনার মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের কথা বলতেই হয়। জৈন দর্শনে কালকে প্রতিটি অস্তিকায় দ্রব্যের প্রাকশর্তরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে কান্টের দর্শনেও কালকে সকল অবভাসের প্রাকশর্তরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে জৈন দর্শনে কালকে একটি দ্রব্য (অনস্তিকায়) হিসেবে বিবেচিত হলেও কান্টের দর্শনে কালের স্বরূপ তেমন নয়। কাল কোন স্বতন্ত্র বস্তু বা স্বতন্ত্র বস্তুর ধর্ম নয়, তা আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকারমাত্র, বিষয়রূপে কাল পূর্বতঃসিদ্ধ স্বজ্ঞা। জৈন স্বীকৃত অনস্তিকায় দ্রব্যরূপে কাল সকল অস্তিকায় দ্রব্যের (যা দৈশিক অবস্থান জুড়ে থাকে) আবশ্যিক শর্তরূপে কাজ করে। কিন্তু কান্ট স্বীকৃত পূর্বতঃসিদ্ধ

স্বজ্ঞারূপে কাল বহির্জগত ও অন্তর্জগত গঠনে আবশ্যিক ভূমিকা পালন করে। কেননা বাহ্য কিংবা আন্তর উভয় অবভাসিত বস্তুই কালের আকারে আকারিত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধ ধারণাসমূহ দ্বারা নির্ধারিত হয়। জৈন মতে, কাল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, তা অনুমেয়। 'বর্তনাহেতুত্ব' নামক গুণ থেকেই কালের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আরও সহজ ভাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন বস্তুর সহাবস্থান ও পারম্পর্য (coexistence and succession) সম্পর্কের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'কাল' নিঃসৃত হয়। কিন্তু কান্টের ধারণা সম্পূর্ণরূপে এই মতের সাথে বিপরীত। কেননা সকল বস্তুর অভিজ্ঞতার প্রাকশর্ত হওয়ায় কাল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, তা পূর্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং, কান্টের মত অনুযায়ী বলা যায় পূর্বতঃসিদ্ধ আকাররূপে আগে কাল, পরে বস্তুর অভিজ্ঞতা। কান্টের মতে, কাল ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকার হওয়ায় তা আগে থেকেই মানব মনে অবস্থান করে। কিন্তু জৈন মতে, কাল কোথায় থাকে তার কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। আবার 'কাল' এর কালে থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়। কাল সম্পর্কিত আধিবিদ্যক ব্যাখ্যার চতুর্থ যুক্তিতে বিষয়রূপে কালের পূর্বতঃসিদ্ধতা প্রমাণ করতে গিয়ে কান্ট বলেছেন, খন্ড খন্ড কাল হল এক ও অখণ্ড কালের অংশ। পঞ্চম যুক্তিতে 'কাল সামান্য ধারণা নয়, তা স্বজ্ঞা' প্রতিপাদন করতে গিয়ে কান্টের মূল যুক্তি হল 'কাল অসীম'(Time is infinite)। কান্ট স্বীকৃত 'কাল এক, অখন্ড ও অসীম' এই মতামতের সাথে জৈন মত সামঞ্জস্যপূর্ণ কেননা তাঁরাও বলেছেন ব্যবহারিক দিক থেকে কাল খন্ডিত, সসীম হলেও পারমার্থিক দিক থেকে কাল এক, অখন্ড ও অসীম। জৈনদের এরূপ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা যায় যে তাঁরা কালের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় সত্তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কান্ট কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেই কালের বাস্তবতা স্বীকার করেছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঊর্ধ্বে কালের কোন বাস্তবতা তিনি স্বীকার করেননি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুকে জানার বিষয়ীগত শর্ত ছাড়া কাল আর কিছুই নয়। অতীন্দ্রিয় জগতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতিরেকে যদি আমরা কালকে বিচ্ছিন্নভাবে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে কাল বলে আমরা কিছুই পাব না। তাই কান্ট মনে করেন, কাল ঐন্দ্রিয়কভাবে বাস্তব, কিন্তু অতীন্দ্রিয়ভাবে অবাস্তব (empirically real but transcendentally ideal)।

তথ্যসূত্র:

১. উমাস্বাতি, *তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র*, ৫/৩৮
২. তদেব,৫.৩৯
৩. তদেব,৫.২২
৪. N.K. Smith, *A Commentary to Kant's 'Critique of Pure Reason*, B75
৫. H.J. Paton, *Kant's Metaphysic of Experience*, vol.1, p.108
৬. N. K. Smith, *Kant's Critique of Pure Reason*, p.74
৭. Ibid., pp.74-75
৮. Ibid., B40

গ্রন্থপঞ্জী:

1. Sharma, Chandradhar, A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1960
2. Paton, Herbert James, Kant's Metaphysic of Experience, George Allen & Unwin Ltd., London, 1965
3. Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, trans by N.K. Smith, Macmillan & Co. Ltd., London 1970
4. Hiriyanna, M., Outlines of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1993

5. Das, Rasvihary, A Handbook to Kant's Critique of Pure Reason, Progressive Publishers, Calcutta, 1992
6. Chatterjee, Satischandra and Datta Dhirendranath, An Introduction to Indian Philosophy, Rupa Publications India Pvt. Ltd., New Delhi, 2007
7. Roy, Sunil, Kant on Human Subject, The University of Burdwan, Burdwan, 2010
8. Masih, Y., A Critical History of Western Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1947
9. হোসেন, তাফাজল, ইমানুয়েল কান্টের প্রথম ক্রিটিক একটি উপস্থাপনা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭
10. সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৭৪
11. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯
12. সরকার, প্রহ্লাদ কুমার, কান্টের দর্শন (সম্পাদিত), দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, হাওড়া, ২০১০
13. দাস, রাসবিহারী, কান্টের দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৪
14. ন্যায়াচার্য, শ্রী সতীন্দ্রনাথ, জৈন দর্শনের দিগ্ দর্শন, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৫৭